ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের প্রতি NPSSFW-র আহ্বান
আশা, দৃঢ়তা ও উৎসাহের সাথে
বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস ২০২০ উদযাপন করুন

১৯৯৭ সালের ২১শে নভেম্বর ৩২ টি দেশের ক্ষুদ্র ও চিরাচরিত মৎস্যজীবী ও মৎস্যকর্মীদের প্রতিনিধিরা প্রথমবার মৎস্যজীবীদের ভারতবর্ষের নয়াদিল্লীতে জমায়েত হয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল মৎস্যজীবীদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন তৈরী করা ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুস্থায়ী মৎস্যক্ষেত্র নীতি, অনুশীলন এবং সামাজিক ন্যায়ের জন্য নিজেদের নিয়োজিত করা। ফাদার টমাস কোচারি এবং হরেকৃষ্ণ দেবনাথ – ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের এই দুই অবিসংবাদী নেতার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সেই ঐতিহাসিক সমাবেশ। তারপর থেকে সারা পৃথিবীতে ২১শে নভেম্বর উদযাপিত হয় বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস হিসেবে।

গোটা দুনিয়ার মৎস্য শিকারি, মৎস্যচাষী, মৎস্য বিক্রেতা এবং অন্যান্য সহায়ক মৎস্যকর্মী বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবসে প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল জীবিকা প্রদানের জন্য প্রকৃতিকে ধন্যবাদ জানান, তাদের জীবিকা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষায় নতুন করে শপথ গ্রহণ করেন এবং জল, মাছ ও মৎস্যজীবীদের রক্ষা করতে তাদের পূর্বজদের প্রচেষ্টা ও সাহসিকতাকে স্মরণ করেন।

সারা পৃথিবীতে মৎস্যক্ষেত্রে কাজ করে থাকেন প্রায় ২৫ কোটির মতো মানুষ যাদের প্রায় ৫০ শতাংশ হচ্ছেন মহিলা। প্রায় ৮২ কোটি মানুষের খাওয়া-পড়া জোগাড় হয় মৎস্যক্ষেত্র থেকে। মৎস্যক্ষেত্র থেকে বছরে প্রায় ১৭ কোটি ৯০ লক্ষ টন মাছ উৎপাদন হয়। আর মাছ ৩২০ কোটি মানুষের প্রানীজ প্রোটিন চাহিদার প্রায় ২০ শতাংশ মিটিয়ে থাকে।

কিন্তু খাদ্য সুরক্ষা, পৌষ্টিক মান, আর্থিক প্রসার এবং দারিদ্র দূরীকরণে মৎস্যক্ষেত্রের বিশাল গুরুত্বকে গ্রাস করতে বসেছে এর উপর, বিশেষ করে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের উপর ঘনিয়ে আসা বিপদ।

এই বছর বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস উদযাপিত হতে চলেছে কোভিড-১৯ অতিমারীর নজিরবিহীন পরিস্থিতিতে। মাছ ধরায় বিঘ্ন, বাজার বন্ধ, কর্মস্থল থেকে উৎখাত হওয়ার বিপদ মৎস্যজীবীদের ঘিরে ধরেছে। সাধারণ পরিস্থিতিতে সংগঠিত হওয়ার ও প্রতিবাদ করার প্রথা-প্রকরণ অনুসরণ করা এখন খুব কষ্টকর হয়ে পড়েছে। বড় ব্যবসায়ী ও বিনিয়োগকারীরা তাদের মুনাফা বজায় রাখার জন্য তৎপরতা বাড়িয়েছে আর তাতে ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যজীবীদের পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়েছে। যন্ত্রচালিত মাছ ধরার নৌকোগুলি প্রাকৃতিক মৎস্যস সম্পদের লুঠ বাড়িয়ে দিয়েছে।

ক্ষুদ্র মৎস্যচাষীদের উৎখাত করছে বড় বড় মাছ চাষের উদ্যোগ। মল আর বৈদ্যুতিন ব্যবসা বেশি বেশি করে ছোট মৎস্যভেন্ডরদের জায়গা নিচ্ছে। উন্নয়ণের নামে দখলদারি আর দূষণের বাড়বাড়ন্ত ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রের কফিনে শেষ পেরেক পুঁতছে। আর সরকার বড় ব্যবসায়ী ও বিমিয়োগকারীদের সাথে তার সংযোগ ও নির্ভরতার কারণে প্রাকৃতিক সম্পদের এই ধ্বংসের ও শ্রমজীবী মানুষের জীবন-জীবিকার এই অধঃপতনের তত্ত্বাবধান করছে।

যদিও ক্ষুদ্রায়তন মৎস্যক্ষেত্রই হচ্ছে আমাদের পৃথিবীতে সুস্থায়ী মৎস্য সম্পদ যোগানের একমাত্র উপায়। ক্ষুদ্র এবং চিরাচরিত মৎস্যজীবীরা আমাদের জলাশয়গুলির **সর্ববৃহৎ প্রাথমিক অবিনাশকারী দায়ভাগী এবং স্বাভাবিক রক্ষক**। ভালো জল ছাড়া ভালো মাছ হয় না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মীদের জাতীয় মঞ্চ [National Platform for Small Scale Fish Workers (NPSSFW)] আপামর মৎস্যজীবী জনগণকে আহ্বান করছে আশা, উদ্দীপনা ও দৃঢ়তার সাথে বিশ্ব মৎস্যজীবী দিবস ২০২০ পালন করতে।

দুনিয়ার ক্ষুদ্র মৎস্যকর্মী জোট বাঁধো, তৈরী হও

আমাদের জল জমি ও মৎস্য সম্পদের উপর দখলদারির বিরুদ্ধে লড়তে হবে এক সাথে

দূষণ এবং অতিরিক্ত ও ধ্বংসাত্মক মৎস্যশিকার বন্ধ করো

জল বাঁচাও, মাছ বাঁচাও, মৎস্যজীবী বাঁচাও